মীরাক্কেল

তোলপাড় করা

ধরদা'র
লাল ডায়েরি

প্রাপ্তমনস্ক ও রসিক পাঠকদের জন্য
দুষ্টু-মিষ্টি সংকলন

পুনশ্চ

আমার বাবা একজন রসিক লোক ছিলেন ; তার কাছ থেকে হাসির কথা শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যেও হাসিটা গেঁথে গিয়েছিল। বাবার মতো ততটা না পারলেও চেষ্টা করতাম হাসির কথা বলে লোককে আনন্দ দিতে। এইভাবে একদিন ছোটোবেলা থেকে বড়োবেলায় এসে পৌঁছালাম। জী-বাংলায় মীরাক্কেল দেখলাম। তখন থেকেই ভাবতে শুরু করলাম যে যদি কোনোদিন এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পাই তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো ; শুরু হলো চেষ্টা — প্রথমবার হলো না, দ্বিতীয়বার হ'লোনা, তৃতীয়বার শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের নজরে পড়ে গেলাম — ব্যাস। এর পরের টুকু, সবই আপনাদের জানা। জী-বাংলা এবং মীরাক্কেল না হলে ধরদা'র এই বিশাল পরিচিতি, কোনোদিন সম্ভব হতো না, আমি ধন্য, জী-বাংলা এবং মীরাক্কেলের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং সহানুভূতি আমাকে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। হাসিমুখের সিরিয়াস মানুষ বলতে যা বোঝায়, শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাই। এবারে আর একজনের কথায় আসি ; কিন্তু ওর কথা কোথা দিয়ে শুরু করবো বুঝতে পারছিনা। ওকে একটা বৃত্তের পরিধির মতো মনে হয়। কোথায় শুরু, কোথায় শেষ জানি না — হ্যাঁ, আমি মীরের কথাই বলছি। ওকে নিয়ে কিছু লিখতে যাওয়া মানে নিজের ধৃষ্টতা প্রমাণ করা। ধরদা'র 'লাল ডায়েরি' পাঠকদের কতটা আনন্দদেবে জানি না। যদি আনন্দ না দেয় — সেটা ধরদা'র ব্যর্থতা। যদি এতটুকুও আনন্দ দেয়, তাহলে সেটা মীরের কৃতিত্ব। কারণ মীরের অনুপ্রেরণা না থাকলে 'লাল ডায়েরি' যেমন জন্ম নিতনা, তেমনি 'একটি মেয়ে' ও বিখ্যাত হতো না। তাই মীর, তোমাকে আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রাখলাম।

পরাণদা, রজতাভ, শ্রীলেখাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ওদের ভালোবাসা পেয়ে আমি অভিভূত।

মীরাক্কেলের চারটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ চারটি হলো : কৃষ্ণেন্দু, অর্ণব, সঙ্গীত এবং শাওন। দিন-রাত এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হচ্ছে 'মীরাক্কেল'। অনেক সময় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘন্টাও এদের কাজ করতে দেখেছি। আমার সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করার জন্য আমি ওদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

দিনের পর দিন টেলিভিশনের সামনে বসে যারা আমার কথা শুনেছেন, আমার কথায় হেসেছেন, আমাকে ভালোবেসেছেন এবং এখনো বাসেন, তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। 'লাল ডায়েরি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ পেল। যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে ভাববো পরিশ্রম সার্থক। সুস্থ থাকতে হলে হাসতে হবে, আর হাসতে হলে দেখতে হবে 'মীরাক্কেল'।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই পুনশ্চের কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক কে, যিনি 'লাল ডায়েরি'কে সাজিয়ে, গুছিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিলেন।

মুচমুচে দুষ্টুমি — খাস্তা Funning
লাল Diary Zindabad — ধর-দা Running—
যেগুলো Edit -এ গিয়েছিল কেঁচে
সেইগুলোই Diary-তে আবার উঠলো বেঁচে
কেউ বলবে Wah ! Wah ! কেউ দেবে গাল
ধরদা'র Diary পড়ে কান হবে লাল
কে কোথায় থাকবো মোরা, যাবো কোথায় ভেসে
তার আগে ফূর্তিবাজি, প্রাণ খুলে হেসে।।

(মীর)

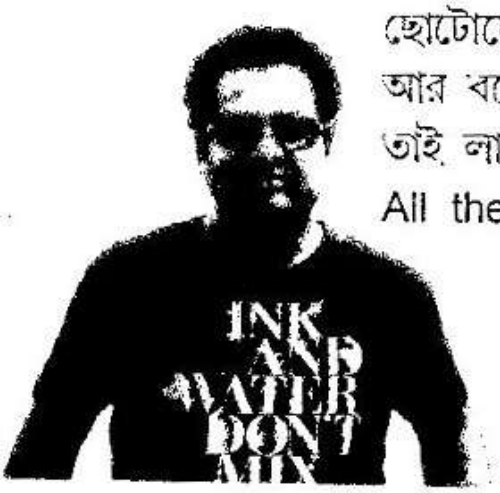

ছোটোদের রূপকথা নানা রঙে রঙীন
আর বড়োদের fantasy' র রঙে লাল,
তাই লাল ডায়েরি শুধুমাত্র dear দের জন্য —
All the best ধর'দা —

(শুভঙ্কর)

ধরদা'র লাল ডায়েরি -- মীরাক্কেলে তোলপাড় করেছিল -- একটা ছোট্টো ইতিহাস ও বটে - খুব Enjoy করেছিলাম। আজ এ সংবাদ খুবই আনন্দের যে আপনাদের সবার প্রিয় রসিক মানুষ, ধরদা, তার সেই লাল ডায়েরি ছাপা হয়ে বই হিসেবে মানুষের হাতে হাতে ফিরবে-ঘুরবে। মানুষ একটি মূল্যবান রসের সন্ধান পাবে।
আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল --

(পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ধরবাবু ও তার লাল ডায়েরি মীরাক্কেল ৮ এর সীজনের এক enigma ই বলা যেতে পারে। 'একটি মেয়ে' দিয়ে তার সমস্ত performance-র সুরটাও এখনো কানে বাজে। লাল ডায়েরি এবার আসতে চলেছে in print লাল ডায়েরিকে কি তবে লাল সেলাম জানানো যেতে পারে --- জানতে হলে পড়তেই হবে ধরবাবুর লাল ডায়েরি -- শুভেচ্ছা সহ

(শ্রীলেখা মিত্র)

"ধরদা'র লাল ডায়েরি"র স্বাদ আমরা মীরাক্কেল এর আসরে বহুদিন ধরে পেয়েছি। তার অনেক কিছু বাদ পড়ত টেলিকাস্টের সময়। বাংলার দর্শক এতদিন তার সেন্সারড্ ভার্সন পেয়েছেন। এবার প্রাপ্তমনস্ক ও রসিক পাঠকদের জন্য এল "দুষ্টুমি সংকলন। আনসেন্সরড্ পড়ুন, হাসুন, চোখ পাকান, আর বাচ্চাদের হাতের নাগালের বাইরে রাখুন — ধরদা'র লাল ডায়েরি।

(রজতাভ দত্ত)

ধরদা'র লাল ডায়েরির joke প্রচুর বার করে শুনেছি আমি ও আমার post production team। হাসতে হাসতে চোখে জল চলে এসেছে। কিন্তু Telecast এ দিতে পারিনি। দুষ্টু joke -এ ভরা ধরদার এই 'লাল ডায়েরি' — তাই গোপনে পড়ুন, গোপনে হাসুন আর গোপন বন্ধুদের সঙ্গে share করুন।

(সুগত চ্যাটার্জী /মেলোডি চ্যাটার্জী)

'একটি মেয়ে' -- মীরাক্কেল ৮ -এ এই কথাটি বলে যে প্রবীণতম মানুষটি তার performance শুরু করতেন তিনি আর কেউ নন, আমাদের সবার প্রিয় ধরদা। বলতে এবং শুনতে -- দুটোতেই কেমন খটকা লাগে যে আমি ধরদার groomer তথা শিক্ষক ছিলাম। সেই সুবাদে খুব কাছ থেকে দেখেছি এই মানুষটিকে, দেখেছি তার লাল ডায়েরিকে। মোটামুটি ভাবে 'ধরদার লাল ডায়েরি' আমার পড়া আছে। এবার আপনাদের পড়ার পালা। আশা করি ভালো লাগবে।

শুভেচ্ছা সহ —

(ডা: কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জী/ মেন্টর, মীরাক্কেল)

তোমার লাল ডায়েরি পড়ে সবার চোখ কান গরম হোক সাথে তারাও লজ্জায় লাল হয়ে যাক। এই আশা রইল। অনেক অভিনন্দন।

(অর্ণব কর্মকার/ মেন্টর, মীরাক্কেল)

Red Allert !
Jokes from Red Zone !

(Istiak Nasir/ Mentor, Mirakeel)

ধরদা'র লাল ডায়েরির রং ও রস উপভোগ করুন। শুধু মনে রাখবেন এটি আপনার একটি বহুমূল্যবান সংগ্রহ, যখন তখন যেখানে সেখানে বের করবেন না। আর সর্বোপরি ডায়েরির মধ্যে যদি কোনো ঘটনার সাথে নিজের বা ধরদার মিল খুঁজে পান তাহলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়।

(সঙ্গীত তেওয়ারী /মেন্টর, মীরাক্কেল)

এক ফোটাও মিথ্যে নয়
সত্যি বলছি মাইরি
না পড়লে চরম মিস করবেন
ধরদার লাল ডায়রি।

(শাওন মজুমদার/ মেন্টর, মীরাক্কেল)

কৌতুহলের দিন শেষ, এবার আপামর জনতা তোমার লাল ডায়েরি RAID করতে পারবে। তাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা, নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার And নমস্কার।

(ইমন চক্রবর্তী / মীরাক্কেলিয়ান)

আনন্দ হচ্ছে খুব। লাল ডায়েরির স্বাদ এবার সাধারণ পাঠকরাও পাবেন। পড়ুন, ঠেলা সামলে মাঝরাতে হঠাৎ পাঞ্চলাইনটা মনে পড়লে হো হো করে হেসে উঠুন। অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধর দা কে। লাল ডায়েরি হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

(পলাশ অধিকারী/ অংশগ্রহণকারী)

ধরদার লাল ডায়েরি ; 'মীরাক্কেল'-৮ এর একটা রসালো উপকরণ — যেটা লুকিয়ে আস্বাদন করতে হতো, সেটাই এখন আসছে প্রকাশ্যে -- বইয়ের আকারে। নিশ্চয়ই কিছুটা পরিশীলিত আকারে প্রকাশিত হবে। তবে আমরা যাঁরা লাল ডায়েরির জোকস্ অবিকৃতভাবে শুনেছি সেটা আমার অন্তত মনে যা চায় ধরদার মুখ তাই বলতো। বয়স-অবস্থান-পরিস্থিতির বেড়া ভেঙে ধরদার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আর মজা আস্বাদনে আগ্রহী পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করছি -- ধরদার লাল ডায়েরি পড়ে হাসুন না মন খুলে।

ফটিক পুরকাইত (মীরাক্কেলের মাদুলি)
অংশগ্রহণকারী

রক্তের রঙ লাল, আমাদের মানবশরীর, ঠিকঠাক ভাবে চালানোর জন্য এই লালের গুরুত্বের কথা নিশ্চয় আর বলতে হবে না। ঠিক তেমনি আমাদের ধরদার মীরাক্কেলের জীবন — এই লাল ডায়েরি। লাল ডায়েরির টুকরো টুকরো স্বাদ আমরা মীরাক্কেলে সবাই পেয়েছি। এইবার আপনাদের হাতের মুঠোয়, আস্ত ডায়েরিটাই। পুরো স্বাদের মজাটা এই বইটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। অনেক শুভেচ্ছা রইলো।

(সাহেব মাঝি / অংশগ্রহণকারী)

প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কিছু কাছের মানুষ থাকে। ধরদা মানুষটা আমার কাছের কিনা বুঝতে পারতাম তার 'লাল মার্কা' জ্যোকস শুনলেই। আসলে ছেলেটাই আমি ওই রকম তাই হয়তো। অনেকদিন পর আবার "লাল" কিছু ফিরে আসা, অন্য ধাঁচে ধরদা-র 'লাল ডায়েরি"
— তার জন্য ধরদার সাফল্য কামনা করি। অশিক্ষিত ছেলে তাই আর কিছু জানি না ....

(তন্ময় ব্যানার্জি/ অংশগ্রহণকারী)

ধরদা'র লাল ডায়েরির Joke আমি তথা মীরাক্কেল ৮ এর সবাই আমরা প্রচুর বার শুনেছি এবং যত বার শুনেছি ততোবার হাসতে হাসতে আমার তথা আমাদের পেটব্যথা হয়ে গেছে। আপনারা সবাই লাল ডায়েরি পড়ুন এবং সবাই কে পড়ান।

(সন্দীপ মন্ডল/ অংশগ্রহণকারী)

রক্তের রং যেমন লাল, মনে রাখবেন ধরদা'র ডায়েরিও কিন্তু লাল। আশা করব এই ডায়েরি পরে শরীরের সমস্ত অংশ যেন রঙিন হয়ে যায়। অনেক শুভেচ্ছা রইল। জয় হোক লাল ডায়েরির।

(কৃষ্ণ ব্যানার্জী/ অংশগ্রহণকারী)

ধরদার 'লাল ডায়েরি' নিয়ে কৌতূহল ছিল অনেক আগেই, এবার হাতে পেয়ে যাবো সেই 'ডায়েরি' পুস্তক আকারে --- আর কৌতূহলও মিটে যাবে পুরোপুরি - এই
আশা রইলো। সবাই পড়ুন ও সবাইকে পড়ান। তবে ডায়েরিটি যাতে বাচ্চাদের হাতে না পড়ে, সেটা লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। 'লাল ডায়েরির' সাফল্য লাভ হোক --- এই প্রত্যাশার গভীরতায় ------

(তপন দাস/ মীরাক্কেল-১ চাম্পিয়ন)

লাল ডায়েরি...

ভাগনে মামার সঙ্গে থাকে। মামা ভাগনেকে ঠিকমতো খেতে দেয় না। একদিন মামা-ভাগনে রাস্তায় বেরিয়ে রাস্তায় একটা শীর্ণকায় কুকুর দেখে মামা ভাগনেকে বলে—'দেখ ভাগনে, কুকুরটার কী অবস্থা, মনে হচ্ছে হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো আছে।' এই শুনে ভাগনে বলল 'মামা আমার মনে হয় এই কুকুরটাও মামার সঙ্গে থাকে।'

দুজনের সংসার, বাজার থেকে পাঁচশো গ্রাম ঝিঙে কিনে এনেছি। বউ ঝিঙে পোস্ত রান্না করেছে। খেতে দিয়েছে। মুখে দিয়ে বললাম—'আঃ দারুণ হয়েছে-এই নাহলে ঝিঙে পোস্ত। আরও কিলো দেড়েক আনলে ভালো হত।' এই শুনে বউ খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'তোমাকে আর একটু ঝিঙে পোস্ত দেব?' তাই শুনে বললাম— 'না-মানে-বলছিলাম যে-আরও কিলো দেড়েক আনলে নুনটা ঠিক হত।'

মা হঠাৎ ঘরে ঢুকে কাজের মেয়ের সঙ্গে ছেলেকে ব্যস্ত দেখে জিজ্ঞেস করল, 'এই সময় দুজনে মিলে বিছানায় কী করছ?' প্রশ্ন শুনে ছেলে বলল, 'কেন মা তুমিই তো বলেছ যে এখন আমি আর আগের মতো ছোটো নই'-আমি জোয়ান মরদ হয়ে গেছি।' 'হ্যাঁ বলেছি' মা বলল। 'তবে বাবার মতো মরদ হতে বলিনি।'

বাবা ছেলেকে বলল, 'কখনও জুয়া খেলবে না। ওতে কোনো লাভ হয় না। আজ জিতলে কাল হারবে, পরশু জিতলে তার পরদিন হারবে।' এই শুনে ছেলে বলল, 'ঠিক আছে বাবা, আমি একদিন পর পর খেলব।'

এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল—'তোর বউ এতো সুন্দর দেখতে, ওকে ডিভোর্স দিতে চাইছিস কেন?' এই শুনে অন্য বন্ধু বলল 'আমি নতুন যে জুতো জোড়াটা পরি সেটা খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু পায়ে দেবার পর কতটা কষ্ট পাই সেটা শুধু আমিই বুঝি।'

এক ভদ্রলোক অফিসের কাজে দিন কতকের জন্য বাইরে যায়। কাজ

তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেতে বউকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেয় যে উনি আগামীকাল ফিরে আসছেন। সেই মতো পরদিন বাড়ি ফিরে দেখে বউ অন্য পুরুষের সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে। বউকে ওই অবস্থায় দেখে মাথায় আগুন জ্বলে যায়। ভীষণ রেগে গিয়ে বউকে বলে 'টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছি যে আজ আমি আসছি। তা সত্ত্বেও তোমাকে এই অবস্থায় দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি; এটা তোমার সাহস না দুঃসাহস বুঝতে পারছিনা।' এই শুনে অন্য পুরুষটি বলে,'তাই বলুন, এখন বুঝতে পারলাম আসল গলদটা কোথায়। পোস্ট অফিসের গোলমালের জন্য আপনার পাঠানো টেলিগ্রাম এসে পৌঁছায়নি। তার আগেই আপনি পৌঁছে গেছেন। দোষ করল পোস্ট অফিস আর বকাবকি করছেন বউকে। এটা বউ-এর ওপর মোটেই সুবিচার হল না।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে বউ স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'রাতে ঘুমের মধ্যে আমাকে গালাগাল দিচ্ছিলে কেন?' এই শুনে স্বামী বলল 'তোমাকে কে বলল, ঘুমের মধ্যে?'

একটি ছেলে চাকরির ইনটারভিউ দিতে গেছে। প্রশ্ন কর্তা অনেক প্রশ্ন করার পর ছেলেটিকে বলল-'ভারতবর্ষের তিনজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তির নাম বলো।' ছেলেটি বলল, 'মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, আর স্যার—আপনার নামটা যেন কী?'

প্রশ্ন : পারফেক্ট ম্যান, পারফেক্ট ওম্যান এবং সুপার ম্যান রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল-রাস্তায় একটা পাঁচশো টাকার নোট পড়েছিল—ওটা কে নেবে?

উত্তর : অবশ্যই পারফেক্ট ওম্যান—কারণ পারফেক্ট ম্যান বা পারফেক্ট সুপারম্যানের কোনো অস্তিত্ব নেই।

টিচার ছাত্রীকে প্রশ্ন করলেন 'তোমার বাঁ হাত পুবদিকে, ডান হাত পশ্চিম দিকে, মুখ দক্ষিণ দিকে হলে পেছনে কী আছে?' উত্তরে ছাত্রী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'ম্যাম, পেছনে আমার বিনুনি।'

একজন মহিলা ওষুধের দোকানে গিয়ে বলল, 'ছেলের জন্য একটা ভিটামিন ট্যাবলেট দিন।' দোকানি বলল—'কী দেব? ভিটামিন এ-বি না সি।' এই শুনে মহিলা বলল-যা খুশি দিন, ও এখনও পড়তে শেখেনি।'

একজন মহিলা একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে ওকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল এবং বলছিল 'শুয়ে পড় ডিপ্লোমা, শুয়ে পর ডিপ্লোমা।' এই শুনে অন্য এক মহিলা জিজ্ঞেস করল 'ওর নাম কী ডিপ্লোমা?' মহিলা বলল—'না ... হাঁ, মানে মেয়ে শহরে গিয়েছিল ডিপ্লোমা আনতে, একে নিয়ে এসেছে।'

একজন লোক দোকানিকে জিজ্ঞেস করল-'কলা কত করে?' দোকানি বলল--'এক টাকা পিস'—এই শুনে লোকটা বলল, 'ষাট পয়সায় হবে না?'—'ষাট পয়সায় শুধু খোসাটা হবে'—এই শুনে খদ্দের দোকানিকে চল্লিশ পয়সা দিয়ে বলল, 'এই নিন চল্লিশ পয়সা, খোসাটা রেখে কলাটা দিয়ে দিন।'

টিচার ক্লাসে ছাত্রদের বললেন--'ভয় দিয়ে একটা বাক্য রচনা করো'। প্রথম ছাত্র 'আমার ভয় করে'। 'এটা একটা বাক্য হল?' টিচার বললেন—বাক্যটা আরও একটু লম্বা করে বলো' দ্বিতীয় ছাত্র 'রাতের বেলা আমার ভীষণ ভয় করে'--'আর কেউ' টিচার বললেন—গোপাল দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি বলব স্যার।' 'হ্যাঁ, একটু ভালো করে গুছিয়ে বলো'। টিচার গোপালকে বলল। গোপাল বলল—'ভয়ে ভূত ভঙ্কা পাইয়া ভূতপূর্ব ভগবান ভূষণ ভট্টাচার্যের ভবনে গিয়া ভক ভক করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল।'

রাতে বাড়ি ফিরে মেজর বলবিন্দর সিং বউকে বলল, 'আজ তোমাকে একজন কর্নেলের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে'। এই কথা শুনে বউ ফোঁস করে উঠল, বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' 'কান্ট হেলপ' মেজর বলল, 'আমার কিছু করার নেই, ওপর থেকে সেইরকম অর্ডারই এসেছে' এই বলে প্রমোশন অডারটা বউএর হাতে ধরিয়ে দিল।

এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল—'কী ব্যাপার বলত? তোকে কাল গাড়ি চালাতে দেখলাম। তুই নিজে গাড়ি চালাচ্ছিস, আর পেছনের সিটে তোর বউএর সঙ্গে তোর ড্রাইভার বসে, ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকল না।' এই শুনে বন্ধু বলল, 'আর বলিস না, ড্রাইভার ব্যাটা নিজেকে খুব চালাক মনে করছিল, আমি পেছনে বসে লক্ষ করছিলাম ওকে। ব্যাটা সামনের আয়না দিয়ে বারবার আমার বউকে দেখছিল। আমি কম যাই না, ওকে বললাম গাড়ি থামাতে। তারপর ওকে পেছনে বসিয়ে আমি নিজে গাড়ি চালাতে লাগলাম, আয়না দিয়ে বউকে দেখা 'এবারে মজাটা বোঝ।'

এক বান্ধবী অন্য বান্ধবীকে বলল 'কেমন আছিস বিয়ে করলি জানালি না, তা বর কেমন হল?' উত্তরে বান্ধবী বলল, 'আর বলিস না, একটা বদ্ধ মাতাল, রোজ রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ঢোকে।' 'কিন্তু তুই তো ফোনে বলেছিলি খুব ভালো ছেলে, কোনো রকম নেশা ভাঙ করে না।' বান্ধবী বলল, 'প্রথমে তাই জানতাম', 'অন্য বান্ধবী বলল, 'কিন্তু একদিন মদ না খেয়ে বাড়িতে ঢোকার পর পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।'

একজন শিল্পী কোনো নগ্ন মহিলার ছবি এঁকে প্রদর্শনীতে দেয়। প্রদর্শনীতে সেই ছবি দেখে একজন লোক ওটি তার স্ত্রীর ছবি বলে দাবি করে। শুধু তাই না, ওই ধরনের একটা ছবির জন্য শিল্পীর সামনে নগ্ন হয়ে পোজ দিয়েছে বলে স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স চেয়ে আদালতে মামলা করে। মামলা চলাকালীন জজ মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কী ওই ছবিটার জন্য শিল্পীর সামনে নগ্ন হয়ে পোজ দিয়েছিলেন?' 'না' মহিলা উত্তর দেন। এই শুনে জজ বললেন 'তাহলে উনি এই ছবিটা এত নিখুঁতভাবে কী করে আঁকলেন?' মহিলা একটু ভেবে বলল, 'পুরোনো স্মৃতি থেকে এঁকে থাকতে পারেন।'

টিচার শিবুকে বলল, 'শিবু, তুই অমিতের খাতা দেখে নকল করছিস কেন?' এই কথা শুনে শিবু যেন আকাশ থেকে পড়ল-বলল 'নকল! কী বলছেন স্যার, আমি করব নকল! আমি শুধু ওর উত্তরের সঙ্গে আমার উত্তরটা মিলিয়ে দেখছিলাম।'

একটা প্রশ্ন, অন্ধের বউকে কালা নিয়ে পালিয়েছে—বোবা সেটা দেখে ফেলেছে, বোবা অন্ধকে কীভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে?

একজন রাজ মিস্ত্রি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল---ডাক্তার তার কম্পাউন্ডারকে বলল, ড্রেসিং করে দিতে। ড্রেসিং করতে করতে কম্পাউন্ডার রাজ মিস্ত্রির কাছে আঘাত লাগার কারণ জানতে চাইল। রাজমিস্ত্রি বলল—'একটা দোতলা বাড়ির বাইরে বাঁশের মই লাগিয়ে বাড়ির বাইরেটা রং করছিলাম। রং করতে করতে বাথরুমের জানালার কাছে এসে গেছি---জানালা দিয়ে দেখি বাথরুমে একটি সুন্দরী মেয়ে সাবান মেখে চান করছে।' কম্পাউন্ডারের তর সইছিল না—বলল, 'তারপর

তারপর?' রাজমিস্ত্রি বলল -- 'এমন সময় বাঁশের মইটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।' 'মইটা ভাঙল কেন' কম্পাউন্ডার জানতে চাইল, রাজমিস্ত্রী বলল--'একটা বাঁশের মই কী--পঁচিশ ত্রিশ জন লোকের ভার সইতে পারে?'

স্বামী স্ত্রীকে বলছে 'দেখ, বর্ষার জলে ভিজলে সব জিনিস কেমন সুন্দর দেখায়, নদীনালা, খালবিল, ঘাসপাতা, ফুল গাছ। ওই যে দেখছ লাউ ডগাটা বৃষ্টির জলে ভিজে কেমন লকলক করছে।' এই কথা শুনে স্ত্রী বলল, 'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?' 'না তেমন কিছু না।' 'স্বামী বলল 'বলতে চাইছি বৃষ্টিতে তুমিও তো একটু ভিজে দেখতে পারো।'

কাজের মেয়ে একজনের বাড়িতে কাজ করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাড়িওয়ালা ডাক্তার ডেকে এনেছে, ডাক্তার এসে মেয়েটির কাছে জানতে চায় যে ওর কি হয়েছে? মেয়েটি ডাক্তারকে একটু চোখের ইশারা করায় ডাক্তার অন্য সবাইকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বলে, তারপর মেয়েটিকে বলে,'এবারে বল কী হয়েছে।' 'আমার কিছু হয়নি' মেয়েটি বলে। 'আমার তিন মাসের বেতন বাকি।' এই শুনে ডাক্তার বলে—'তাই নাকি?' তুমি একটু সরে শোও, আমাকে একটু জায়গা দাও, আমারও সাতটা ভিজিট বাকি।'

একজন লোক বাজারে যাবার সময় দেখল যে একটা গুরদুয়ারার সামনে একটা সর্দারকে অনেক ক'জন সর্দার মিলে খুব মারছে। প্রথমে লোকটির একটু দয়া হল, পরে ভাবল সর্দারকে সর্দার মারছে আমি কেন ওতে নাক গলাতে যাব এই ভেবে বাজার চলে যায়। পরদিনও সেই একই ব্যাপার। সেই একজন সর্দারকেই আবার সবাই মিলে মারছে-এটা এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। লোকটি গিয়ে ওদের মধ্যে থেকে সর্দারকে ছাড়িয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? ওরা সবাই মিলে কাল তোমাকে মারছিল আজও মারছে।' এই শুনে সর্দার বলল, 'কাল প্রার্থনা হচ্ছিল-অনেকেই বসে প্রার্থনা শুনছিল। প্রার্থনা শেষে সবাই উঠে দাঁড়াল। আমার সামনে একজন মোটা মতো মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল-হঠাৎ লক্ষ করলাম ওর কামিজটা পেছন দিকে খানিকটা ঢুকে আছে-ব্যাপারটা খুবই বাজে দেখাচ্ছিল-তাই আমি কামিজটা টুক করে টেনে বের করে দিয়েছিলাম। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই মিলে আমাকে মারতে লাগল।' 'সে না হয় কাল হল।' লোকটি বলল--'কিন্তু আজ?' পাঞ্জাবি বলল, 'আজও তাই হয়েছে'— আজও তুমি কামিজটা টান দিয়ে বের করে দিয়েছ?' লোকটি জানতে চাইল, পাঞ্জাবি